অ্যাজমা সমস্যা মাশরাফির, প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক

বাসায় আইসোলেশনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন করোনায় আক্রান্ত বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা।

আক্রান্তের পর থেকে মাশরাফি বাসায় আইসোলেশনে থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

বিসিবির মেডিকেল বিভাগ তার নিয়মিত খোঁজখবর রাখলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ বি এম আব্দুল্লাহর তত্ত্বাবধানেই মাশরাফির চিকিৎসা চলছে।
এ তথ্য দিয়েছেন বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী।

এদিকে গুঞ্জন চলছে, চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন মাশরাফি।

এ বিষয়ে গণমাধ্যমে দেবাশিষ চৌধুরী জানিয়েছেন, মাশরাফির চিকিৎসার ব্যাপারে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন যোগাযোগ রাখছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর আব্দুল্লাহ স্যারের মাশরাফিকে দেখভাল করছেন।

কিন্তু মাশরাফিকে হাসপাতালে নেয়া হবে এমন খবর জানা নেই বলে জানান দেবাশিষ চৌধুরী।

তবে মাশরাফিকে নিয়ে বেশ চিন্তিত বিসিবির প্রধান চিকিৎসক।

তিনি জানান, মাশরাফি অ্যাজমার রোগী। আর করোনা আক্রান্ত অ্যাজমা রোগীদেরই সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ আগে থেকে এসব রোগীর ফুসফুস দুর্বল হয়ে আছে। ওর বেলায় বিশেষ চিকিৎসা দরকার। তাই ওর চিকিৎসা ব্যবস্থা আব্দুল্লাহ স্যার দেখছেন।

গতকাল রাত পর্যন্ত মাশরাফি ভালো ছিলেন জানিয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, মাশরাফির চিকিৎসায় প্রেসক্রিপশন পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসক আব্দুল্লাহ

স্যার। যেহেতু মাশরাফি একজন সংসদ সদস্য তাই তার বিষয়টি সেভাবেই দেখা হচ্ছে।

মাশরাফির চিকিৎসক অধ্যাপক এবিএম আব্দুল্লাহ বলেছেন, হ্যাঁ, তার অ্যাজমার সমস্যা রয়েছে। এখনই ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেয়া লাগতে পারে। এখন তিনি ভালো আছেন। সূত্র-যুগান্তর

ভুল করে একাধিকবার আউট দিয়েছেন শচীনকে, অবসরের ১১ বছর পর স্বীকার

আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে অনেক ক্রিকেটারকে সাজঘরে ফিরে যেতে হয়েছে। এ রকম ঘটনা ঘটেছে কিংবদন্তী শচীন টেন্ডুলকারের সাথে। একই আম্পায়ার দুইবার ভুল করে আউট দিয়ে দেন তাকে। ক্রিকেট মাঠের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শচীনকে দেওয়া দুইবার ভুল আউটের কথা স্বীকার করে নিলেন হাই-প্রোফাইল আম্পায়ার স্টিভ বাকনর। তাও স্বীকার করলেন আম্পায়ার থেকে অবসর নেয়ার ১১ বছর পর। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের।

বার্বাডোজে এক রেডিও চ্যাট শো ‘ম্যাসন এন্ড গেস্টস’ এ স্টিভ বাকনর জানালেন, “শচীনকে দু-বার আউট দেওয়া হয়েছিল। দু-বারই ভুল হয়। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। অস্ট্রেলিয়ায় একবার ওকে লেগ বিফোর আউট দি-ই। বল সেই সময় উইকেটের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয়বার ঘটে ভারতে। কট বিহাইন্ড আউট দিয়েছিলাম। বল অনেকটা টার্ন নিয়েছিল। তবে ব্যাটের সঙ্গে সংযোগ হয়নি। তবে ম্যাচটা ইডেন গার্ডেন্সে হয়েছিল। ইডেনে যখন ম্যাচ খেলা হয়, তখন আম্পায়াররা কার্যত কিছু শুনতেই পাননা। কারণ একসঙ্গে এক লাখ লোক চিৎকার করে। সেই ভুল করায় আমি একদমই খুশি ছিলাম না।

ক্যারিবিয়ান এই আম্পায়ার বর্তমানে নিউ ইয়র্কে থাকেন। বারবার শচীনকে আউট দেওয়ায় ভারতীয় সমর্থকদের রোষের মুখে পড়েছেন

একাধিকবার। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মাশরাফির জন্য রমিজ রাজার প্রার্থনা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বাংলাদেশের সফলতম ওয়ানডে অধিনায়ক ও নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজা। দু’দিন ধরেই জ্বর মাশরাফির। সঙ্গে গা ব্যথা ও মাথা ব্যথাও আছে বেশ। শুক্রবার তার পরীক্ষা করান। ফলাফল পজিটিভ এসেছে আজ শনিবার। তারপর থেকেই সতীর্থ ক্রিকেটাররা একের পর এক দোয়া ও শুভকামনা জানাতে থাকেন মাশরাফিকে।

বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়কের জন্য দোয়া প্রার্থনা করাদের তালিকাটা মানেনি কোন সীমান্তরেখা। ক্রিকেটীয় ভাতৃত্ববোধের পরিচয় দিয়ে মাশরাফির জন্য দোয়া করেছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার রমিজ রাজাও। টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘করোনাক্রান্ত মাশরাফি মর্তুজা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে সেজন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা।’

এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় নিজের করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর জানিয়ে ফেসবুকে মাশরাফি লিখেছিলেন, ‘আজকে আমার রেজাল্ট COVID-19 পজিটিভ এসেছে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, যাতে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারি।’
‘আক্রান্ত সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে এখন আরো সতর্ক হতে হবে। সবাই ঘর থেকে বিনা প্রয়োজনে বের না হই। আমি বর্তমানে বাসায় থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছি এবং প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ মেনে চলছি। করোনা নিয়ে আতঙ্ক নয়, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।’ সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত মাশরাফি

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন নড়াইল-২ আসনের সংসদ সদস্য এবং জাতীয় ওয়ানডে দলের সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

শনিবার তার করোনা আক্রান্তের খবর গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বন্ধু বাবুল ও মাশরাফির মামা।

এছাড়া এমপি মাশরাফির ব্যক্তিগত সহকারী জামিল আহমেদ সানিও গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথম নমুনা পরীক্ষায় এমপি মাশরাফির কোভিড-১৯ পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তবে বিষয়টি আরও নিশ্চিত হতে ফের তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে।

মাশরাফির বন্ধু বাবুল জানান, কদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন মাশরাফি। করোনা টেস্ট করান নড়াইল এক্সপ্রেস। বর্তমানে নিজ বাসায় আইসোলেশনে আছেন।

এর আগে মাশরাফির শাশুড়ি ও স্ত্রী সুমনা হক সুমির বড় বোন রিক্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশ হয়।

তারা ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

মাশরাফি কিভাবে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায়নি। কারণ আক্রান্ত শাশুড়ি ও সুমির বড় বোনের সংস্পর্শে আসেননি তিনি।

বেশ কয়েকদিন আগে নড়াইল থেকে ঢাকায় ফিরে দুই সপ্তাহ মাশরাফি আলাদা একটি বাসায় কোয়ারেন্টিনে ছিলেন। তার পর বাসায় ফিরে সাবধানেই ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

লাল কার্ড দেখা থেকে বাঁচলেন মেসি

কাল রাতে বার্সেলোনা-সেভিয়া ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষেই বার্সা তারকাকে নিয়ে ঝড় উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুলোতে। মেসিকে সাধারণত অমন মেজাজ হারাতে দেখা যায় না। তেড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। এ কোন মেসি!

ঘটনাটা প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে।সেভিয়া বক্সের সামনে বল নিয়ে ছুটছিলেন মেসি। হাঁটুর চোট থেকে ফিরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা লুইস সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হওয়ায় বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু সেভিয়ার ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডিয়েগো কার্লোস ওই সময় ছুটে গিয়ে ট্যাকল করেন মেসিকে। আর্জেন্টাইন এ তারকা এরপর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারনেননি।

ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগো কার্লোসের প্রতি তেড়ে গিয়ে তাঁর মুখে ধাক্কা মারেন মেসি। বোঝাই যাচ্ছিল, ভীষণ খেপে গিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে মাঠে দ্রুত শুয়ে পড়তে দেরি করেননি ডিয়েগো। মেসি লাল কার্ড দেখতে পারেন তা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল সবাই।

না, রেফারি লুইস গঞ্জালেস সেটি আর করেননি। মেসি ধাক্কা মারার পর জটলা লেগে যায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্বি এসবই চলছিল। মেসি বেঁচে গেলেও সেভিয়ার ফার্নান্দো এবং বার্সার সার্জিও বুসকেটসকে হলুদ কার্ড দেখতে হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড় প্রশ্ন ছিল ‘মেসি কীভাবে লাল কার্ড দেখলেন না।’

রেডিও মার্কার বিশেষজ্ঞ আন্দুজার অলিভিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, লাল কার্ড দেখার মতো অপরাধ করেননি বার্সা তারকা, ‘সর্বোচ্চ হলুদ কার্ড দেখানো যেত। মেসির যেমন ডিয়েগোকে ধাক্কা মারা উচিত হয়নি তেমনি সেভিয়া খেলোয়াড়দেরও ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করা ঠিক হয়নি।’

সেভিয়ার সঙ্গে গোলশুন্য ড্র করে বার্সা। ৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। ২৯ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম আলো

৮ বছর দায়িত্বে তিন মাসের এডহক কমিটি

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থা এডহক কমিটিতেই চলছে ৮ বছর ধরে। তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করার দায়িত্ব নিয়ে গঠিত এডহক কমিটি কাটিয়ে দিচ্ছেন বছরের পর বছর। তবে খুব বেশি খেলাধুলার দিকে মন নেই এ কমিটির।

বরাদ্দ আসলেও সেগুলো ঠিকমত ব্যায় হয়কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে ক্রীড়াপ্রেমীদের। এর মধ্যে আব্দুর রকিব নামের একজনকে পিয়ন এবং মনিরুল ইসলাম মনি নামের আরেকজনকে স্থায়ীভাবে নৈশ প্রহরী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও স্টেডিয়াম মার্কেটের দোকানও বরাদ্দ দিয়েছেন এই কমিটি।
তবে সংশ্লিষ্টদের দাবি অচিরেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দিয়ে ক্রীড়াঙ্গনের মান বাড়াতে হবে। এভাবে চলতে থাকলে যুব সমাজ খেলাধুলা ছেড়ে মাদকাসক্তের দিকে ধাবিত হবে। এছাড়া মামা আতাউল হাকিম লাল মিয়া ও ভাগ্নে আনোয়ারুল হক শাহীর হাত থেকেও রক্ষার করার দাবি জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে।
২০১২ সালের ৫ এপ্রিল নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হলেও নানা জটিলতায় পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক সভাপতি হলেও নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ সম্পাদকসহ ১২ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটি ২০০৮ সালের ৫ এপ্রিল থেকে ২০১২ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ওই কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সালেহ উদ্দিন আহমেদ আবলু।

পরবর্তি নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা আতাউল হাকিম লাল মিয়াকে সদস্য সচিব করে ১২ সদস্যর এডহক কমিটি করা গঠন করা হয়। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জিয়া উদ্দিন আহমেদ বিশ্বাস, মো: আক্কাস আলী, মো: মাহফুজুর রহমান রিটন, সাইফুল ইসলাম পল্টু, মো: আতর আলী, আনোয়ারুল হক শাহী, এহসানুল কবির আরিফ, মো: হাসানুজ্জামান হিলন, মো: শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু।
গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এডহক কমিটির ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করার কথা থাকলেও ৮ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ নিয়ে ক্রীড়াপ্রেমীরা মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদান, সংবাদ সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচী পালন করলেও কোন কাজে আসেনি। বিভিন্ন সময় দায়িত্বে থাকা জেলা প্রশাসকরা আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত আর বাস্তবায়ন হয়নি।
২০১৩ সালে তৎকালিন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আলমগীর হোসেন ঘোষিত নির্বাচনি তফসিল অনুযায়ী ওই বছরের ২১ ডিসেম্বর ভোট গ্রহনের তারিখ ঠিক করলেও পরবর্তিতে অদৃশ্য কারনে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। এডহক কমিটির সদস্য ও বর্তমান মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এডহক কমিটির গঠন হওয়ার পর আমাকে ৪-৫ টা মিটিংয়ে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু পরে অজানা কারনে আর আমাকে ডাকা হয় না। আমি একজন সদস্য হিসেবে সব সময় নির্বাচনের বিষয়ে সোচ্চার ছিলাম, এখনো আছি। নির্বাচন কেন অনুষ্ঠিত হয়নি আমার জানা নেই। আমি চাই যত দ্রুত সম্ভব একটি নির্বাচনের মাধ্যেমে নির্বাচিত কমিটি গঠন হোক। একই সাথে মেহেপুরের যুবসমাজকে খেলায় ফিরিয়ে আনা হোক। তা না হলে মাদকের ছোবল থেকে যুবসমাজকে রক্ষা করা কঠিন হবে।
এডহক কমিটির আরেক সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস বলেন, মামলা মোকাদ্দামার কারনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তারপরও জেলা প্রসাশক যদি মনে করেন তাহলে নির্বাচন সম্ভব। এছাড়াও তিনি বলেন, এর আগে যে নির্বাচিত কমিটি ছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিল। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিনিয়ত খেলা-ধুলাসহ সকল কার্যক্রম যথাযথভাবে চলেছে, এখনো চলছে। আপনারা জানেন করোনা পরিস্থিতির আগে জেলা স্টেডিয়াম খেলা-ধুলায় মুখরিত থাকতো। এটা একটা চক্র ভালো চোখে দেখেনা। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক সালেহ উদ্দিন আহমেদ আবলু বলেন, একটি পরিবারের কাছে বন্দী হয়ে আছে জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ক্ষমতাসীনদের ব্যবহার করে মামা (লাল মিয়া), ভাগ্নে (শাহী) ও(আরিফ) একতরফা রাজত্ব করছেন ক্রীড়া সংস্থায়। কাগজে কলমে সব কিছু ঠিক থাকলেও বাস্তবে এর চিত্র ভিন্ন।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আনোয়ারুল হক শাহীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সদস্য সচিব আতাউল হাকিম লাল মিয়া ও সদস্য আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগের পরামর্শ দেন।
জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সদস্য সচিব আতাউল হাকিম লাল মিয়া ফোন রিসিভ না করায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।
জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমরা নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারনে আর সম্ভব হয়নি। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

ভারতের কাছে বিশ্বকাপ বিক্রির অভিযোগ, মুখ খুললেন সেই ম্যাচের অধিনায়ক

ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যকার ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালটি পাতানো ছিল। ভারতের কাছে বিশ্বকাপ বেচে দিয়েছে শ্রীলংকা।

শ্রীলংকার সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রী মাহিন্দানন্দা আলুথগামাগের এমন মন্তব্যে তোলপাড় ক্রিকেটাঙ্গন।

সেই ম্যাচ নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন তুলে আসছিলেন শ্রীলংকার ’৯৬ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক অর্জুনা রানাতুঙ্গা। ওই ম্যাচে ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন তিনি।

৯ বছর পর ফের ম্যাচটি নিয়ে ফিক্সিংয়ের আঙুল তোলায় চটেছেন ওই ম্যাচে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা কুমার সাঙ্গাকারা ও সেঞ্চুরি ইনিংস খেলা মাহেলা জয়াবর্ধনে।

মাহেলা জয়াবর্ধনে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে।

তিনি লিখেছেন, ‘নির্বাচন কি কাছে চলে এসেছে? মনে হচ্ছে সার্কাস

শুরু হয়ে গেছে। নাম ও প্রমাণ হাজির করুন।’

জয়াবর্ধনের টুইটের জবাবে সাঙ্গাকারা লিখেছেন– ‘আইসিসি এবং এন্টিকরাপশন ও সিকিউরিটি ইউনিটের কাছে আমাদের সাবেক ক্রীড়ামন্ত্রীর প্রমাণ হাজির করতে হবে, যাতে করে এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে তদন্ত করা যায়।’

মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে ওই ম্যাচে ৬ উইকেটে ২৭৪ রানের লড়াকু সংগ্রহ দাঁড় করায় শ্রীলংকা। মাহেলা জয়াবর্ধনে ৮৮ বলে ১০৩ রানের ঐতিহাসিক এক ইনিংস খেলেন।

৩০০ থেকে ২৫ রানের কম টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই বিপদে পড়ে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল।

দলের সেরা খেলোয়াড় শচীন টেন্ডুলকারকে মাত্র ১৮ রানেই হারিয়ে ফেলেন তারা।

দ্রুত বীরেন্দ্রর শেবাগকেও সাজঘরে ফেরেন। কিন্তু হঠাৎ করেই লংকানদের বাজে বোলিং আর ফিল্ডিংয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত।

গৌতম গম্ভীরের ৯৭ আর অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির হার না মানা ৯১ রানের ইনিংসে ৬ উইকেটের জয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন ম্যান ইন ব্লুরা।

তথ্যসূত্র: এনডিটিভি, হিন্দুস্তান টাইমস, টুইটার

জাতীয় দলে ফিরতে মরিয়া আশরাফুল

বাংলাদেশ ক্রিকেটের প্রথম সুপারস্টার আশরাফুল সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২০১৩ সালের মে মাসে।

এর পর আর তাকে লাল-সবুজের জার্সি গায়ে দেখা যায়নি। এদিকে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে ফের জাতীয় দলে ফিরতে মরিয়া এ ক্রিকেটার।

এ জন্য আরও তিন-চার বছর লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন আশরাফুল। সে ক্ষেত্রে চার বছর পর তার বয়স হবে ৪০ বছর।

এই বয়সেও তামিমদের দলে ভিড়তে পারবেন আশরাফুল? নিকের জাত চেনাতে পারবেন? এ বিষয়ে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান মনে করেন, ফিটনেস ঠিক থাকলে একজন ব্যাটসম্যানের পক্ষে ৪০ বছর বয়সেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা সম্ভব।

সোমবার রাতে ক্রীড়া সাংবাদিক নোমান মোহাম্মদের ইউটিউব লাইভ ‘নট আউট নোমান’-এ অতিথি হয়ে এসেছিলেন আশরাফুল।

সেখানে জাতীয় দলে এখনও ফেরার ইচ্ছা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, অবশ্যই ইচ্ছা আছে। এ জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছি নিয়মিত।

আশরাফুল বলেন, ‘ফিটনেস ঠিক থাকলে আরও তিন-চার বছর চেষ্টা করব। এ ক্ষেত্রে আমার যে সুবিধা রয়েছে, তা হলো– খুব অল্প বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে আমার। তাই একটা লম্বা সময় পেয়েছি। যেহেতু আমি ব্যাটসম্যান। আর বিশ্ব ক্রিকেটের সবাইকে তো দেখছি, চল্লিশের পরও অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন।’

এ বিষয়ে পাক ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের উদাহরণ টেনে ধরেন আশরাফুল।

তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালে ডেব্যু হয়েছিল শোয়েব মালিকের। তার সতীর্থদের অনেকেই এখন কোচ-নির্বাচক হয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি এখনও খেলছেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, যেহেতু বয়স ৩৫ পেরিয়ে গেছে। তাই লংগার ভার্সন ক্রিকেটই এখন বেশি সম্ভাবনা। যদি ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভালো খেলতে পারি, যদি প্রচুর রান করতে পারি; হয়তো টেস্ট ক্রিকেট দিয়েই জাতীয় দলে ফিরব। সূত্র-যুগান্তর

করোনা আক্রান্ত আফ্রিদি, কোয়ারেন্টাইনে পরিবার

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝুঁকি নিয়েই ময়দানে নেমেছিলেন তিনি। বেশ ক’দিন ধরেই ঘরবন্দি পাকিস্তানের বিভিন্ন অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানের সাবেক তারকা ক্রিকেটার শহীদ

আফ্রিদি। কিন্তু পাকিস্তান তো বটেই, গোটা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য দুশ্চিন্তার খবর। শহীদ আফ্রিদি নিজেই এখন করোনা আক্রান্ত। তাঁর লালারসের পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে শনিবার। এরপর থেকে আইসোলেশনে রয়েছেন আফ্রিদি এবং কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে তার পরিবার।

ফ্যানদের কাছে তার আবেদন, ‘আমি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠি, সেই প্রার্থনাই আপনারা সবাই করুন।’

করোনা মোকাবিলায় প্রায় পুরো বিশ্বেই এতদিন চলেছে লকডাউন। এখন লকডাউন উঠলেও কোভিড পরিস্থিতির কোনও উন্নতি নেই ভারত-পাকিস্তানের মতো অনেক দেশেই। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের রুটি-রুজি সঙ্কটে পড়ে গিয়েছে, তাদের পাশে অনেক দিন আগেই দাঁড়িয়েছেন আফ্রিদি। নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আফ্রিদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দিকে। যা দেখে টুইটারে এর আগে প্রশংসাও করেন হরভজন সিং। সেই আফ্রিদির কোভিড পজিটিভের খবর পেয়ে স্বভাবতই ভেঙে পড়েছেন তার ফ্যানরা। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘ভারতের বিপক্ষে নামলেই বাড়তি একটা জেদ চলে আসে’

গত ফেব্রুয়ারিতে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনাল ম্যাচে ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে বিশ্বকাপ জেতে টাইগার যুবারা, যা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ ক্রিকেটের বৈশ্বিক শিরোপা অর্জন।

করোনাকালে ঘরবন্দি হয়ে সেই জয়ের সুখস্মৃতি রোমন্থন করলেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বাঁহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসান।

সেই ম্যাচে জয় নিশ্চিতের রানটি করেছিলেন ১৭ বছর বয়সী এ বাঁহাতি স্পিনার।

সম্প্রতি এক ফেসবুক লাইভে তিনি বলেন, এটি কেন হয় জানি না, ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামলে আমাদের বাড়তি একটা জেদ চলে আসে। ত্রিদেশীয়

সিরিজ, এশিয়া কাপ– সবখানেই এমনটি দেখেছি। আমাদের আলাদাভাবে কাউকে উজ্জীবিত করতে হয় না। সবাই নিজে নিজেই আক্রমণাত্মক হয়ে যায়।

তিনি বলেন, ভারতের বিপক্ষে অন্য সব ম্যাচের মতো সেদিনের ফাইনাল ম্যাচেও আমাদের পেসাররা বেশ আক্রমণাত্মক বল করেছে। বিশেষ করে সাকিব বেশি আক্রমণাত্মক ছিল। অভিষেকে সুযোগ পেয়ে কাজে লাগিয়েছিল।

মূলত ২০১৮ সালের এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের কাছে বাংলাদেশ দলের হেরে যাওয়ার সেই দুঃসহ দুঃখের তাড়না থেকেই বিশ্বকাপ জয় ছিনিয়ে এনেছিল বলে মনে করেন রাকিবুল।

তিনি বলেন, আমাদের জাতীয় দল তাদের বিপক্ষে এশিয়া কাপ ফাইনালে হেরেছিল। সেই সময় ভাগ্য আমাদের সঙ্গে ছিল না। সেই সময় অনেক বন্ধুবান্ধব বলতে শুরু করল– জাতীয় দলের মতো তোমরাও তাদের হারাতে পারবে না। এসব কথা আমাদের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। বারবারই মনে হচ্ছিল– ভারতকে হারাতে পারলে আমাদের সমর্থকরা একটু বেশিই খুশি হবে। সূত্র-যুগান্তর